দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 24 MAR 2000 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

কলেজ অধ্যক্ষের নেতৃত্বে শিক্ষক-ছাত্র নেতাদের সিন্ডিকেট

তোলারাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ভর্তি বাণিজ্য

ভর্তি হতে পারছে না বহু সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী

আবদুস সালাম, নারায়ণগঞ্জ থেকে : নারায়ণগঞ্জের সরকারী তোলারাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অনার্সে ভর্তি বাণিজ্য শুরু হয়েছে। বাণিজ্য বিভাগে ৩০ হাজার টাকা নিয়ে ভর্তি করা হচ্ছে বলে ছাত্র-ছাত্রীরা অভিযোগ করেছেন। তারা জানান, কলেজ অধ্যক্ষের নেতৃত্বে শিক্ষক ও ছাত্র নেতাদের একটি সিন্ডিকেট অর্থের বিনিময়ে ভর্তি বাণিজ্য শুরু করায় মেধা তালিকায় অপেক্ষমাণ অনেক সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে পারছে না। অপরদিকে, ভর্তি কমিটি মেধা তালিকাভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ডেকে নিয়ে রিলিজ স্লিপ দিয়ে দিচ্ছেন বলে জানা গেছে। চলতি শিক্ষাবর্ষে তোলারাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে বাণিজ্য বিভাগে অনার্সের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে ১৮০টি সিট এবং ব্যবস্থাপনা বিভাগে ১৮০টি সিট রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় ভর্তি পরীক্ষায় মোট ১৩৬০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে উত্তীর্ণ করে মেধা তালিকা প্রণয়ন করেন। সে হিসাবে কলেজ কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা না নিয়ে মাত্র ২৪০ জনকে ভর্তি করে অন্যান্য আসনগুলো খালি রেখে গত এক সপ্তাহ যাবত ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ রেখেছে। ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীরা অভিযোগ করেন, কর্তৃপক্ষ সরকারী দলের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগের নেতাদের সাথে যোগসাজশ করে ১২০টি আসনে ভর্তি করার জন্য একটি তালিকা তৈরী করে প্রত্যেকের কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা করে নিচ্ছেন।

জানা গেছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী কলেজ কর্তৃপক্ষ মেধা তালিকার অপেক্ষমাণ সকল ছাত্রকে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে তাদের জন্য কলেজে ভর্তির জন্য রিলিজ স্লিপ দিয়ে দিচ্ছেন। অপরদিকে তাদের পছন্দমতো একটি তালিকা প্রণয়ন করে যে সকল ছাত্রদের অপেক্ষার তালিকায় রেখে দেয়া হচ্ছে। একাধিক ছাত্র অভিযোগ করেন, মেধা তালিকা অনুযায়ী ভর্তি করা হলে তাদের ভর্তি হওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু ভর্তি কমিটি তাদের রিলিজ স্লিপ দিতে বাধ্য করেছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ ছাত্রলীগের একটি ক্যাডার গ্রুপকে খুশী করার জন্য বাণিজ্য বিভাগের ২টি শাখায় ৫০টি ভর্তির তালিকা তৈরি দিয়েছেন। এই তালিকায় নাম ঢুকানোর জন্য প্রতিদিন সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা নেতাদের পেছনে ঘুরঘুর খেয়ে পড়ছেন। প্রতিদিন ছাত্র ও অভিভাবকরা এই সকল নেতার পেছনে ছুটছে। একজন ছাত্র জানান, ছাত্রলীগের এক ক্যাডারকে ৪০ হাজার টাকা দিয়েছে। আগামী সপ্তাহে তাকে ভর্তির আশ্বাস দিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক জানান, গত ২ বছর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ভর্তি কমিটি ও অধ্যক্ষ রমরমা বাণিজ্য করেছেন। চলতি বছরও একইভাবে বাণিজ্য শুরু হয়েছে। এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হলে অধ্যাপক ড: আব্দুল মান্নান জানান, তিনি ভর্তির বিষয়ে ২টি কমিটি গঠন করেছেন। তারা ভর্তির ব্যাপারে স্বচ্ছতা বজায় রাখছে। বিষয়টি তিনি তদন্ত করার আশ্বাস দেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন অধ্যাপক জানান, কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিজেই এই প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত। সুতরাং তদন্তে স্বচ্ছতা পাওয়া যাবে না। তাদের দাবী মেধা অনুযায়ী ভর্তি করা হলে কারো কোন আপত্তি নেই। এদিকে প্রতিদিন কলেজে অনেক ছাত্র-ছাত্রী বলছেন, কলেজে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হওয়ার জন্য প্রতিদিন এসে ফিরে যাচ্ছেন। তাদের অভিযোগ সময় মতো ভর্তি না করে অবশিষ্টদের অন্যান্য কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থাকবে না। জানা গেছে, ইতোমধ্যে ১২০০ জনের পরের মেধা তালিকার ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করা হয়েছে। এখন সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যক্ষ এবং ছাত্র নেতাদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন। একটি সূত্র জানায়, নিয়ম বহির্ভূতভাবে ১২০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হলে অধ্যক্ষ এবং ছাত্র নেতারা কমপক্ষে ৩০ লাখ টাকা আয় করবেন। একজন ছাত্রের অভিভাবক আয়নাল আবেদিন জানান, তিনি তার ছেলেকে ভর্তি করার জন্য অধ্যক্ষের সাথে দেখা করলে তিনি বলেন, ভর্তি দেখ। অন্য কলেজে চেষ্টা করেন। অথচ একজন ছাত্রনেতা তার কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা চেয়েছেন। যে কোন বিষয়ে ভর্তি করিয়ে দেবেন।